R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
১৭ই মে, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

রঘুনাথগঞ্জে দলভিত্তিক নির্ব্বাচনী লড়াই কার্যতঃ ব্যর্থ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৭ মে—রাজ্যের যে কয়টি জেলায় ক্ষমতাসীন বামফ্রণ্টের শরিক দলগুলির মধ্যে সমঝোতা সম্ভব হয়নি, মুর্শিদাবাদ জেলা তাদের অন্যতম। আর এই সূত্রেই জঙ্গিপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ ১ ও ২নং ব্লকে আর এস পি দল সি পি এম-কে যেন-তেন-প্রকারেণ জব্দ করতে বদ্ধপরিকর। এর জন্য কয়েকটি কেন্দ্রে আর এস পি'র দলীয় প্রার্থীরা কংগ্রেস প্রার্থী ও নেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। বামফ্রণ্ট নেতারা বিগত পঞ্চায়েতকে 'দুর্নীতিবাজ ও বাস্তুঘুঘুদের আড্ডা স্থল' হিসেবে চিহ্নিত করলেও এই ৩টি ব্লকের বহু কেন্দ্রে কংগ্রেসী নেতারা হঠাৎ ২৫ টাকা চাঁদা দিয়ে আর এস পি'র প্রতীক নিয়ে নির্বাচনী রণে নেমেছেন। অথচ কিছুদিন আগেও এঁদের অনেকেই ছিলেন কংগ্রেসের পঁচিশ টাকার সদস্য। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে বামফ্রণ্টের ক্ষমতাসীন শরীকদের মধ্যে নির্বাচনী লড়াই বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চাকরি সংক্রান্ত গোপন সারকুলার —মিশ্র প্রতিক্রিয়া, তীব্র অসন্তোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা : বাম সরকারের কর্ণধারেরা যখন বিগত কংগ্রেসী নেতাদের তুঘলকী কার্যকলাপের নিন্দা ও সমালোচনায় মুখর, ঠিক তখনই রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর এক গোপন সারকুলার জারী করেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল বোরডে সম্প্রতি সেই সারকুলারটি এসে পৌচেছে। কিন্তু স্কুল বোরডের কেউই এ সম্পর্কে কোন কিছু জানাতে চাননি।

এই সংবাদদাতার অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্রে সংগৃহীত তথ্যে প্রকাশ, '১৯৭০ সালের পর স্কুল ফাইনাল ও ১৯৭১ সালের পর যাঁরা হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় পাশ করেছেন, তাঁরা স্কুল বোরডের অধীন প্রাথমিক শিক্ষক পদের জন্য কোন রকম আবেদন করতে পারবেন না।' ৪২১ ই ডি এন পি তাং ২৭।৩।৭৮ নং এই সারকুলারে আরো বলা হয়েছে যে, স্কুলহীন যে সমস্ত গ্রামে সংগঠিত স্কুল চলছে সেগুলিকে বাতিল কোরে সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলিতে নতুনভাবে স্কুল খোলার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রাজ্য সরকারের সংরক্ষিত এলাকায় গাছ চুরির মোকাবিলায় প্রহরী নাজেহাল

সাগরদীঘি, ১৭ মে—রাজ্য সরকারের বন বিভাগ ১৯৫০ সাল থেকে এই ব্লকের মনিগ্রাম, চাঁদপাড়া, বড়গড়া ও বংশিয়া মৌজায় ২৭৭ একর ৯৭ শতক জমিতে সংরক্ষিত বন গড়ে তোলার জন্য প্রচুর গাছ লাগিয়ে আসছেন। এবার একটি নতুন প্রকল্পে ঠিকাদারের মাধ্যমে গাছগুলি কেটে নতুন করে লাগানো হচ্ছে সেগুন, অর্জ্জুন, মেহগনি, মহুয়া, আকাশমণি, মিঝিরি, রেনট্রি ; সেই সঙ্গে থাকছে বাবলা, খয়ের, আম, জাম, কাঁঠাল, কাজুবাদাম প্রভৃতি। কাজের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জনে জনে রেশন কারড

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৭ মে—খুব শিগ্‌গির প্রত্যেকের নামে একটি করে রেশন কারডের ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। রাজ্য সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর থেকে সম্প্রতি এই রকম এক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশে বলা হয়েছে, প্রত্যেকের নামে রেশন কারড লেখার জন্য কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। তাঁরা ১০০ কারড লিখে ৩·৫০ টাকা পারিশ্রমিক পাবেন। শ্রম দপ্তর থেকেও এক একজন রেশন ডিলারের কতজন করে কর্মী আছেন সে সম্পর্কে জানাবার জন্য নির্দেশ এসেছে। নতুন

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ছাত্রসংসদ নির্ব্বাচন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজের ছাত্রসংসদ নির্বাচন সম্পূর্ণ। একরকম বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সি পি এম ছাত্রফ্রন্ট এই নির্বাচনের সবকটি আসনেই জয়লাভ করেছে। তাদের বিরুদ্ধে কোন দলই প্রার্থী দাঁড় করায়নি। ব্যাপকভাবে সংবিধান সংশোধনের পর এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

দিল্লীর লাড্ডু

বিশেষ প্রতিনিধি : পাশাপাশি দুই চিত্র। একটিতে প্রদত্ত সরকারী আশ্বাস ; অন্যটিতে অভিভাবকগণের নাভিশ্বাস। কাগজেকলমে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা আশ্বাস পেয়েছেন অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত বিনা বেতনে তাঁদের ছেলেদের পড়াবার। কিন্তু অনুসন্ধান বলে যে, অধিকাংশ বিদ্যালয়েই পঞ্চম শ্রেণী থেকেই 'ফ্যালো কড়ি মাখো তেল' নীতি চলছে। তবে কি মন্ত্রীদের প্রদত্ত আশ্বাস ছাপার আখরেই থেকে গিয়েছে—এ প্রশ্ন অভিভাবকগণের, স্বাভাবিকভাবেই।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পড়াশোনার সুযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৭ মে—অনুমোদিত জঙ্গিপুর তথ্যকেন্দ্রে নবম শ্রেণী থেকে ডিগরি কোরসের অনারস বিভাগ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সুযোগ দেওয়া হবে। তথ্যকেন্দ্রে বসেই তাদেরকে পড়াশোনা করতে হবে। এ তথ্য জানিয়েছেন মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক ধীরেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র। সংশ্লিষ্ট অফিসেই তথ্যকেন্দ্রটি খোলা হবে।

ফরাক্কায় প্রশাসক

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৭ মে—ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পে প্রশাসনের দায়িত্বভার ন্যস্ত হবে প্রশাসকের উপর। সেজন্য একজন আই এ এস অফিসারকে এখানে নিয়োগ করা হবে। জেনারেল ম্যানেজার দেখাশোনা করবেন কারিগরী বিভাগ। প্রশাসন সামলাবেন প্রশাসক। খবরটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

আপনার গৃহসজ্জায় অনুপম সৌন্দর্য্যের জন্য যুগান্তকারী একটি নাম—
গোদরেজ

আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনার ঘরে গোদরেজের আলমারী, রিফ্রেজেটর, চেয়ার-টেবিল নামমাত্র খরচে পৌঁছে দেব ॥

অনুমোদিত পরিবেশক
মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভূম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।

জন্মদিনের প্রতিশ্রুতি

কালের আবর্তনচক্র পার হইয়া পুনরায় আরো একটি বর্ষ অতিক্রম করিয়া 'জঙ্গিপুর সংবাদ' আজ পঁয়ষট্টি বর্ষে পদার্পণ করিল। বাঙলা ক্ষুদ্র-সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে ইহা একটি যুগান্তর বলা যাইতে পারে। নানান বাধা-বিপত্তি ও প্রচুর টেকনিক্যাল অসুবিধা সত্ত্বেও কলিকাতা হইতে সুদূরবর্তী এমন একটি ক্ষুদ্র মফঃস্বল শহর হইতে এই পত্রিকা বর্তমানে তৃতীয় প্রজন্মে পা দিয়াছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা পুণ্যাত্মা দাদাঠাকুরের ন্যায় ও সততার আদর্শই এই পত্রের একমাত্র মূলধন। সেই কারণেই কোনো বিশেষ গোষ্ঠী, চক্র অথবা সম্প্রদায়ের উমেদারী কিংবা খয়েরখাঁগিরী করা জঙ্গিপুর সংবাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা কিংবা বিজ্ঞাপনের উদার আনুকূল্য হইতে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও এই সাপ্তাহিক পত্রের চলার গতি রুদ্ধ হয় নাই। যেখানে অন্যায় অনাচার এবং অন্ধকারের কুৎসিত জীবদের গোপন লীলাবিলাস জঙ্গিপুর সংবাদের নিরপেক্ষ সাংবাদিকের লেখনী তাহারই প্রতিবাদে মুখর হইয়া উঠিয়াছে ও সাধারণ মানুষের সম্মুখে স্পষ্ট দিবা-লোকের মতো প্রকৃত সত্যকে উদ্ঘাটিত করিয়াছে। তাই প্রাক্ স্বাধীনতাযুগে যেমন শাসকের রক্তচক্ষুর ভ্রূকুটি ও শাসানী এই পত্রের কণ্ঠরোধ করিতে চাহিয়াছে—বর্তমানেও অসংখ্যবার এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। যদি বিগত কয়েক বর্ষের ঘটনাগুলির পর্যালোচনা করা যায় তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে, কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের গোপন আঘাত, পুঁজিবাদী মালিক শ্রেণী ও ভ্রষ্টাচারী বেণিয়া-গোষ্ঠীর আক্রোশ এবং ক্লাব আমলা-তন্ত্রের হুমকি এই পত্রের উপর মুহুর্মুহু বর্ষিত হইয়াছে। তাই জন্মদিনের পবিত্র মুহূর্তে আমরা সোচ্চারে ঘোষণা করিতেছি যে, জঙ্গিপুর সংবাদের মুখর মুখকে মূক করা তো দূরের কথা বরং আমলাতন্ত্র ও প্রতিক্রিয়াশীল-চক্রের আঘাত ইহার জনপ্রিয়তাকে ক্রমাগত বাড়াইয়াই তুলিয়াছে। দিনের পর দিন পাঠক ও গ্রাহকের সংখ্যা বাড়িতেছে। মহকুমার স্বাক্ষর জ্ঞান-সম্পন্ন নাগরিকগণের কাছে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' আজ অতি প্রিয় সাথী। তাঁহাদের সহানুভূতি ও সমবেদনাই আমাদের মূলধন এবং পাথেয়। আগামী ভবিষ্যতের উজ্জ্বল কামনায় এই মুহূর্তে আমাদের অগ্নি শপথ ও প্রতিশ্রুতি: জনতার বাঁচার লড়াই ও সংগ্রামে আমরা সকল সময়ে তাঁহাদের হাতে হাত মিলাইয়া চলিতে প্রস্তুত। প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জেহাদে প্রগতিই আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

জাতীয় সড়কে মৃত্যু-বাঁক

জনদরদী 'জঙ্গিপুর সংবাদ'-এর মাধ্যমে এ দেশের জননেতা, সরকার, সড়ক ও রেল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য এই চিঠি লিখছি। আপনারা কি জানেন, ৩৪নং জাতীয় সড়কের মোরগ্রামে একটি মৃত্যু-বাঁক তৈরী হয়ে আছে সেই ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকে? সড়ক দপ্তর নিশ্চয় জানেন। কেন না ওখানেই আপনাদের একটি নন্দন-কাননসম ক্যাম্প আছে। আছে একটি বিভাগীয় শাখা-দপ্তর। রেল কর্তৃপক্ষেরও জানার কথা, কেন না ওখানে রেলের ওপর দিয়ে জাতীয় সড়কের সম্ভাব্য সেতু নির্মাণ প্রকল্প আপনাদের ফাইলে বন্দী আছে। সড়ক আর রেল—আপনারা দুই মহাবল। বাইশ তেইশ বছর ধরে বুঝছেন আর যুঝছেন; ঐ সেতুটি কে তৈরী করবেন তার ফয়সালা করতে পারছেন না। আমাদের মত অধম লোকেরা বিষয়টির জটিলতা অনুধাবন করতে পারছি না নিশ্চয়ই, কিন্তু এটুকু বুঝছি। সমস্যাটি বোধ হয় ফরাক্কা কিংবা সালার বাঁধ প্রকল্পের চাইতেও জটিলতর এমন কিছু, যার সমাধানের জন্যে আরও কয়েকটি দশক আপনাদের দরকার হবে। আপনারা রাজায় রাজায় যুদ্ধ করতে থাকুন; উলুখাগড়াদের সস্তা প্রাণ চলে গেলে এত বড় দেশের কিছু ক্ষতি হবে না। আর দর্শকের গ্যালারীতে বসে 'এরিণা'র মৃত্যু-ক্রীড়া আপনারা দেখে যান হে দেশের জননেতা ও সরকার। সেতুর অভাবে ঐ বড়শী-বাঁকে মাসে ক'বার দুর্ঘটনা হয়, তার খতিয়ান আপনাদের নন্দনকাননে নেই। (সেটি ত আর অরণ্যদেবের নন্দনকানন নয়।) কিন্তু সাগরদীঘি থানায় আছে। আপনাদের যদি সময় থাকে, তাহলে সেখানে গিয়ে দেখে আসুন, এ পর্যন্ত কত প্রাণ ও সম্পদ সেখানে নষ্ট হয়েছে। আর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে যদি আপনাদের বিশ্বাস থাকে, তাহলে সরজমিনে তদন্ত করতে চলে আসুন এখানে, সংলগ্ন গ্রামবাসীদের নির্ভেজাল পরিসংখ্যান নিয়ে যান। এই পরি-সংখ্যানটা আপনাদের জানা দরকার। কেন না, আপনারা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইবেন মোটর চালকদের অসাবধানতা কিংবা পথচারীদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতাই দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী। আমি বলি, অংশত সত্যি হলেও এ বাঁকের মুখে যুক্তিটাও মুখ থুবড়ে পড়বে। চাঁদ-সদাগরের মহাজ্ঞান হরণের মত এ বাঁকও চালকের বুদ্ধি ও মনোযোগ হরণ করে, যন্ত্রের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণটাই কেড়ে নেয়, বিশেষ করে তিনি যদি নবাগত হন। পার্বত্য শহরগুলির হিলকার্ট রোডের দোহাই পাড়বেন না যেন। সেগুলির পৌনঃপুনিক অজস্রতা একটা আঙ্কিক নিয়মের আভাস ও অভ্যাস আনে। মোরগ্রামের বাঁক একটি অসঙ্গত, অসংলগ্ন আকস্মিক উৎপাত। অনভ্যস্ত চালকদের প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়েই সে তাঁদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। মোরগ্রাম বাঁকের ত্রি-সঙ্গম। একটি ক্ষেত্রে এক দুর্ঘটনার কারণে রাতারাতি ক্রাশিং লেবেল বসিয়ে রেল তবু খানিকটা মুখ রক্ষা করেছেন। সড়ক কিছুই করেননি। অনুরোধ, কিছু করুন এবং তা এখনই। মৃত্যুর ফাঁদটা তুলে নিন। দীর্ঘদিন ধরে দলে দলে এখানে ওভারসীয়ার ইনজিনীয়াররা আসছেন, মাপ-জোক করছেন, জল্পনা-কল্পনার জোয়ার চলছে। অনুমান করি জোয়ারের জলে টাকাও যাচ্ছে। শুধু জুতা আবিষ্কার হচ্ছে না, যার জন্যে এত সেই সেতু আর তৈরী হচ্ছে না। দিল্লীর দশহাজারী মনসবদারের আগমনেও না। উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী শ্রেষ্ঠতম এই সড়কটির পরিবহণ গুরুত্ব উপলব্ধি করে আবলম্বে যাতে সেতুটি নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়, সে বিষয়ে আপনাদের তৎপরতা আশা করা যায় কি? —আবদুর রাকিব, বোথারা এইচ জে-এ-বিদ্যাপীঠ (সাগরদীঘি)।

অসহযোগ আন্দোলন

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ মে—সিদ্ধিকালী গ্রামের বীরবল মাল নামে কজন গ্রামবাসী গ্রামের কারো বাড়ীতে ঝি-চাকর, রাখাল-মাহিন্দারদের কাজ না করতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বীরবল মালের ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৯ জন গ্রামবাসী একজোট হন এবং ৪ মে রাত্রে তাঁর বাড়ী চড়াও হয়ে লুঠতরাজ চালান। পুলিশ ওই অভিযোগের ভিত্তিতে শ্রীকান্তবাটী স্কুলের একজন শিক্ষকসহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত গ্রাম-বাসীদের বিরুদ্ধে ১৪৮, ১৪৯, ৩২৫, ৪৪৮ ও ৩৮০ ধারায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে এবং গ্রামে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

গ্রামবাসী সূত্রে জানা গেছে, অসহযোগ আন্দোলনের ফলে গ্রামের কয়েকটি পরিবার ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। এক পক্ষ কাজের লোকের অভাবে, অন্য পক্ষ পেটের ভাতের অভাবে।

সমবায়ের অভাব

নিজস্ব সংবাদদাতা: জায়গা এবং সমবায়ের অভাবে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের বাড়ালা গ্রামে গুচ্ছ সেচ প্রকল্প এবং গভীর নলকূপ প্রকল্প রূপায়ণ সম্ভব হল না। ফলে মঞ্জুরির টাকা ফেরত চলে গেল। এ খবর দিয়ে উন্নয়ন সংস্থাধিকারিক জানিয়েছেন, একই কারণে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে ওই দুটি প্রকল্পের ৪০ লক্ষ টাকা ফেরত গেল। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, টিউবওয়েলের অভাবে গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের হাহাকার পড়েছে। ওপরে লিখেও কোন কাজ হয়নি। এ অবস্থায় জনসাধারণ প্রহার করলে দোষ দেওয়া যাবে না।

সাগরদীঘি সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থা থেকে জানা গেল যে, ওই ব্লকে ৭টি অকেজো টিউবওয়েল তুলে নতুন করে বসানো হবে। পানীয় জলের অভাবের তুলনায় এই কাজ কিছুই নয় বলে মনে করা হচ্ছে।

কর্মকর্তা নির্বাচন

মির্জাপুর দ্বিজপদ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সদ্য নির্বাচিত ম্যানেজিং কমিটির কর্মকর্তা নির্বাচন সর্বসম্মত-ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি ও সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক এবং নরেন্দ্র-নারায়ণ মণিয়া। সম্পাদক নির্বাচিত হন অধ্যাপক অনুপকুমার ঘোষাল।

দলভিত্তিক নির্ব্বাচনী লড়াই কার্যতঃ ব্যর্থ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বামফ্রন্ট নেতারা যে যাই বলুন না কেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে 'দলভিত্তিক লড়াই' এই এলাকায় তেমন কার্যকরী নয়। এখানকার লড়াই ব্যক্তিগত প্রভাব ও ইমেজের উপর বেশীমাত্রায় নির্ভরশীল। বহুবছর পর এবারের পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাই গ্রামাঞ্চলের হাওয়া একটু উত্তপ্ত বলা চলে। নির্ব্বাচনের এখনও প্রায় দু'সপ্তাহ বাকী। প্রচার ও দেওয়াল লিখন এখন পুরোমাত্রায় চলছে। শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এখন স্ব স্ব প্রার্থীদের অনুকূলে ভোট পাওয়ার 'ক্যালকুলেশনে' ব্যস্ত। চায়ের দোকানগুলো সরগরম। কংগ্রেস ও কংগ্রেস (ই)-এর মধ্যে রাজ্য পর্যায়ে যে গণ্ডগোলই থাকুক না কেন এখানে স্থানীয় নেতারা মোটামুটিভাবে মিলে-জুলে প্রার্থী দিয়েছেন। এক নং ব্লকের বেশীর ভাগ কেন্দ্রেই কংগ্রেস এবং ২ নং ব্লকের সব আসনে কংগ্রেস (ই) প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন। দু'নম্বর ব্লকের কোন কেন্দ্রে কোন কংগ্রেস প্রার্থী দাঁড়াননি। একটি অঞ্চলে বন্দেমাতরম্-এর প্লাটফরম থেকে 'ইন-ক্লাবী'তে যোগ দিয়েছেন প্রায় সাড়ে চার হাজার সমর্থক। একজন জনতা নেতা দাঁড়িয়েছেন কংগ্রেস (ই)-এর প্রতীক নিয়ে। সি পি এম বহু কেন্দ্রে প্রার্থী দিতে পারেনি। রঘুনাথগঞ্জ ১ নং ব্লকে চার জন মহিলা প্রার্থী নির্বাচনী আসরে নেমেছেন। এর মধ্যে জামুয়ার অঞ্চলের পঞ্চায়েত সমিতি নির্বাচনে সি পি এম প্রার্থী রাধিকা হাজরার সঙ্গে কংগ্রেসের অমূল্যরতন চক্রবর্তীর লড়াই উল্লেখ-যোগ্য। এই কেন্দ্রে আর এস পিও একজন প্রার্থী দিয়েছেন। মির্জাপুর পঞ্চায়েত সমিতির মহিলা প্রার্থী শিপ্রা কৈলঠা। গ্রামসভায় দুজন মহিলা প্রার্থী রয়েছেন—খিদিরপুরে শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও কানুপুরে আনোয়ারা বেগম। দু'জনেই নির্দ্দল। রঘুনাথগঞ্জ ১ নং ব্লকের মাত্র একটি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে কংগ্রেসকে ঠেকাতে সি পি এম এর সঙ্গে আর এস পি-র সমঝোতা হয়েছে।

এই দুটি ব্লকের প্রায় সব কেন্দ্রেই অসংখ্য নির্দ্দলীয় প্রার্থী নির্বাচনী লড়াই-এ অবতীর্ণ। রঘুনাথগঞ্জ ১ নং ব্লকে গ্রামসভায় সর্ব্বোচ্চ প্রার্থীর সংখ্যা ১১ জন। এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে ৫ জন। এই ব্লকে কানুপুর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতিতে একজন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন গ্রামসভায় ৯৬টি আসনে ২৫৬ জন এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে ১৮টি আসনে ৫৬ জন। গ্রাম পঞ্চায়েতে ২৫৬ জন প্রার্থীর মধ্যে সি পি এম ৬১, আর এস পি ৫০, জাতীয় কংগ্রেস (ই) ৩৩, কংগ্রেস ২৭, ফরওয়ারড ব্লক ১০ এবং নির্দল ৭৫ জন। পঞ্চায়েত সমিতিতে ৫৬ জন প্রার্থীর মধ্যে সি পি এম ১২, আর এস পি ১০, জাতীয় কংগ্রেস (ই) ৮, কংগ্রেস ৬, ফরওয়ারড ব্লক ২ এবং নির্দল ১৮ জন। জেলা পরিষদের দুটি আসনে প্রার্থী ৫ জন করে ১০ জন—সি পি এম ১, আর এস পি ২, জাতীয় কংগ্রেস (ই) ২, কংগ্রেস ২ এবং নির্দল ৩ জন।

রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকে গ্রাম পঞ্চায়েত আসন ১৪৫, প্রার্থী ৪০৭ জন। সি পি এম ১২৬, জাতীয় কংগ্রেস আই) ১৩০, আর এস পি ৩৯, এস ইউ সি ৩৪ এবং নির্দ্দল ৭৮ জন। পঞ্চায়েত সমিতিতে ২৫টি আসনে প্রার্থী ৭৯ জন। সি পি এম ২২, জাতীয় কংগ্রেস (আই) ২৪, আর এস পি ১১, ফরওয়ারড ব্লক ১, এস ইউ সি ৭ এবং নির্দ্দল ১৪ জন। জেলা পরিষদের ২টি আসনে প্রার্থী ১১ জন। সি পি এম ২, জাতীয় কংগ্রেস (আই) ২, আর এস পি ১ এবং নির্দ্দল ৬ জন। এই ব্লকে ৫ জন মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছেন গ্রাম পঞ্চা-য়েতের ৫টি আসনে। সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতে কল্পনা দাস—কংগ্রেস (আই), সোনারপাড়া দাতলাতোলায় তনুজা বানু (নির্দল), পুটিয়া-দুবরায় সালেহা খাতুন—কংগ্রেস (আই), কাশিয়া-ডাঙ্গা—গোবিন্দপুরে স্মৃতি রায় (নির্দল এবং তেঘরী উত্তর (১)-এ ফতেমা—কংগ্রেস (আই) এই ব্লকে কংগ্রেস একটিও আসনে প্রার্থী দেয়নি। এই নির্বাচনকে ঘিরে এখনও দুটি ব্লকের কোথাও তেমন উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। তবে নির্বাচনের সময় উত্তেজনা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ভয়াবহ ডাকাতি

অরঙ্গাবাদ, ১৬ মে—গতকাল রাত্রে সুতী থানার বৈষ্ণবডাঙা গ্রামে আবদুল শুকিলের বাড়ীতে ৩৫/৪০ জনের একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দিয়ে প্রায় ১২ হাজার টাকা লুঠ করে গৃহস্বামী ডাকাত দলের হাতে ভীষণভাবে প্রহৃত হন। ডাকাতদের বাধা দিতে গিয়ে বোমার ঘায়ে ১৪ জন গ্রামবাসী জখম হন। তার মধ্যে একজন গ্রামবাসীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে।

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

সাগরদীঘি ১৬ মে—গত শনিবার বি এ কে লুপ লাইনে মনিগ্রাম ষ্টেশনের কাছে অজ্ঞাত এক যুবক কাটোয়া—বারহারোয়া ডাউন ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গিয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। যুবকটির পরনে চেক লুঙ্গি ও ছাপা ফুলের জামা ছিল।

সোমবার জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনের কাছে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি টেনে কাটা পড়ে নিহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

মৃত্যুসংবাদ বাহকের মৃত্যু

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১৭ মে—মৃত্যু-সংবাদ বহনকারী একজন সাইকেলা-রোহী গতকাল জাতীয় সড়কে এক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। প্রকাশ, ফরাক্কা থানার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের আজিমুদ্দিন সেখ সাইকেলে চেপে হামিদ বিশ্বাসের মায়ের মৃত্যুসংবাদ দিতে যাচ্ছিলেন ধুলিয়ান। পাথমধ্যে অর্জুন-পুরের কাছে জাতীয় সড়কে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। হাসপাতালে ভর্ত্তির পর তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ওই দিন রাত্রে বেনিয়াগ্রামে ফরাক্কা থানার চৌকি গ্রামের সুফল ঘোষ নামে একজন সাইকেলারোহী সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। সাইকেলে করে পাঁউরুটি বিক্রি ছিল তাঁর জীবিক বলে খবর।

গত বৃহস্পতিবার জাতীয় সড়কের সাজুর মোড়ে বাস থেকে নেমে রাস্তা পার হতে গিয়ে একটি বালক ট্রাক চাপা পড়ে নিহত হয়।

শীতলাতলার মেলা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ মে—অন্যান্য বছরের মত এবারও মিরজাপুরের শীতলাতলায় শীতলা মায়ের পূজো উপলক্ষে মেলা ও উৎসব মহা সমারোহে উদযাপিত হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটীতে এখনও মেলা চলছে।

বিষ্ণু সরস্বতী জায়া পরলোকে

সদ্য পরলোকগত বৈষ্ণব কবি বিষ্ণু সরস্বতীর সহধর্মিণী শান্তিরাণী রায় দীর্ঘদিন রোগভোগের পর ১২ মে সকালে কলকাতায় তাঁর মধ্যম পুত্র ডাঃ বিনায়ক রায়ের বাসায় পরলোক-গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তিনি তিন পুত্র, এক কন্যা ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বিকো
ইলেকট্রিক মোটর ও
মোটর পাম্পসেট
ডিলার : **ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর**
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ

জায়গা বিক্রয়
মির্জাপুর চাউলপটীর সন্নিকটে মলয় বিড়ি ফ্যাক্টরীর পার্শ্বে রাস্তার উপর দুই কাঠা জায়গা বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।
বঙ্কিমচন্দ্র নাথ
হরিদাসনগর
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

Phone :- Farakka 24
ডাঃ এস, এ, তালেব
ডি এম এস
পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

প্রহরী নাজেহাল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে বনের চারধারে ছয় ফুট প্রস্থ ও চার ফুট গভীর পরীখা খুঁড়ে বনকে সংরক্ষিত করা হচ্ছে। কিন্তু একদল দুষ্কৃতকারী রাত্রের অন্ধকারে সেগুন, অর্জ্জুন, প্রভৃতি মূল্যবান গাছ কেটে নিয়ে চলে যাচ্ছে। অনেকে আবার গরু-মোষ দিয়ে কচি গাছগুলিকে খাইয়ে দিচ্ছে। এদের উপদ্রব দমনে এবং গাছ চুরির মোকবিলায় বন-প্রহরী শচীন্দ্রনাথ ঘোষকে নাজেহাল হতে হচ্ছে বলে খবর। বেশী তৎপর হলে তিনি আক্রান্ত হচ্ছেন বলে অভিযোগ। জানা গেছে, বহুদিন আগে বনের চারধারে তাঁরকাটার বেড়া দেওয়া হয়েছিল। কে বা কারা সেগুলিকে খুলে কোথায় নিয়ে গেল, তার হদিস এখনও পাওয়া যায়নি। কেউ গাছ কেটে বাড়ীতে রাখলে থানা থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। ১৯৭৩ সালে এস এম জি আর রোডের দুই পাশে সমাজভিত্তিক বন গড়ে তোলার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু গাছ চোরদের উপদ্রবে সেই প্রকল্পের সাফল্য সম্পর্কে এলাকার জনসাধারণের মনে সংশয় দেখা দিয়েছে।

দিল্লীর লাড্ডু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পশ্চিমবঙ্গ-শিক্ষাধিকারের প্রকাশ করা প্রথম সরকারী বিনামূল্যের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর 'গণিত মুকুল' আজো অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'ঘোড়ার ডিম' পর্য্যায়ে। যাঁরা পাননি তাঁরা তো পস্তাচ্ছেনই, যাঁরা পেয়েছেন তাঁদেরও একই অবস্থা। শ্রেণী পিছু একটি করে, ছাত্র/ছাত্রী পিছু নয়। গণিত আজো 'দিল্লী কা লাড্ডু'।

গোপন সারকুলার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্কুল বোরডে এই ধরনের সারকুলার পাঠিয়ে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা সচিব অবিলম্বে সরকারের নির্দেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করার ফরমান দিয়েছেন। এদিকে এই গোপন সারকুলার সম্পর্কে জঙ্গিপুরের শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁরা এই ধরনের সারকুলারকে 'অযৌক্তিক এবং প্রতিহিংসা পরায়ণ' বলে উল্লেখ করেছেন। কংগ্রেসের স্থানীয় নেতারা এই সারকুলারকে 'শিক্ষা বিভাগকে কুক্ষিগত করার ষড়যন্ত্র' বলে মন্তব্য করেছেন। সি পি এম, আর এস পি প্রভৃতি ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতারাও এই সারকুলারে সাংগঠনিক ক্ষতির কথা স্বীকার করে সারকুলার বাতিলের জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে দরবার করবেন বলে জানিয়েছেন।

জনে জনে রেশন কারড

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যবস্থা কার্য্যকর করার জন্য জঙ্গিপুর মহকুমায় ৮,৪৩,৪৫৫টি রেশন কারডের প্রয়োজন হবে। এতদিন পরিবার পিছু একটি করে রেশন কারড দেওয়ার নিয়ম চালু ছিল। তখন রেশন কারডের প্রয়োজন হত ১,২২,৭৪৯টির। এই পরিমাণ অবশ্য জনসংখ্যার অনুপাতের ওপর নির্ভরশীল।

কুখ্যাত ডাকাত ধৃত

সাগরদীঘি, ১১ মে—গতকাল সাগরদীঘি পুলিশের হাতে ভগবানগোলা থানার বারগোরিয়া নতুনপাড়া গ্রামের আবদুস সামাদ সেখ নামে কুখ্যাত এক ডাকাত ধরা পড়েছে। পুলিশ সূত্রের খবরে জানা গেছে, এই থানার হাতীশালা গ্রামের ইউনুস সেখের বাড়ীতে গতকাল রাত্রে ডাকাতির উদ্দেশ্যে সাতজন ডাকাত মহিষাসুর (নপাড়া) হল্ট ষ্টেশনে ট্রেণ থেকে নেমে এগোতে থাকে। আগে থাকতে খবর পেয়ে থানার ও সি, এস আই কয়েকজন পুলিশ নিয়ে ওৎ পেতে ছিলেন কাছাকাছি একটি কালভারটের তলায়। ডাকাত দলের একজন পুলিশ দলকে দেখে ফেলে। পুলিশ তাদের চ্যালেঞ্জ জানালে তারা বোমা ফাটাতে শুরু করে। পুলিশ কেবলমাত্র আবদুস সামাদকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। অন্য ডাকাতরা বোমা ফাটাতে ফাটাতে পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ডাকাতদের কয়েক জোড়া চটি আটক করে বলে জানা যায়।

প্রহারে মৃত্যু ঃ নবগ্রাম থানার নারায়ণপুর গ্রামের একটি বাড়ী থেকে দুটি হালের বলদ এবং পলষণ্ডা থেকে একটি গাড়ী চুরি করে পালাবার সময় গঙ্গা-প্রসাদ ও পণ্ডি পুরের দু'জন চোর সাগরদীঘি থানা এলাকার বাতড়া গ্রামে জনতার হাতে ধরা পড়ে। জনতার প্রহারে একজন প্রাণ হারায়, অপরজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

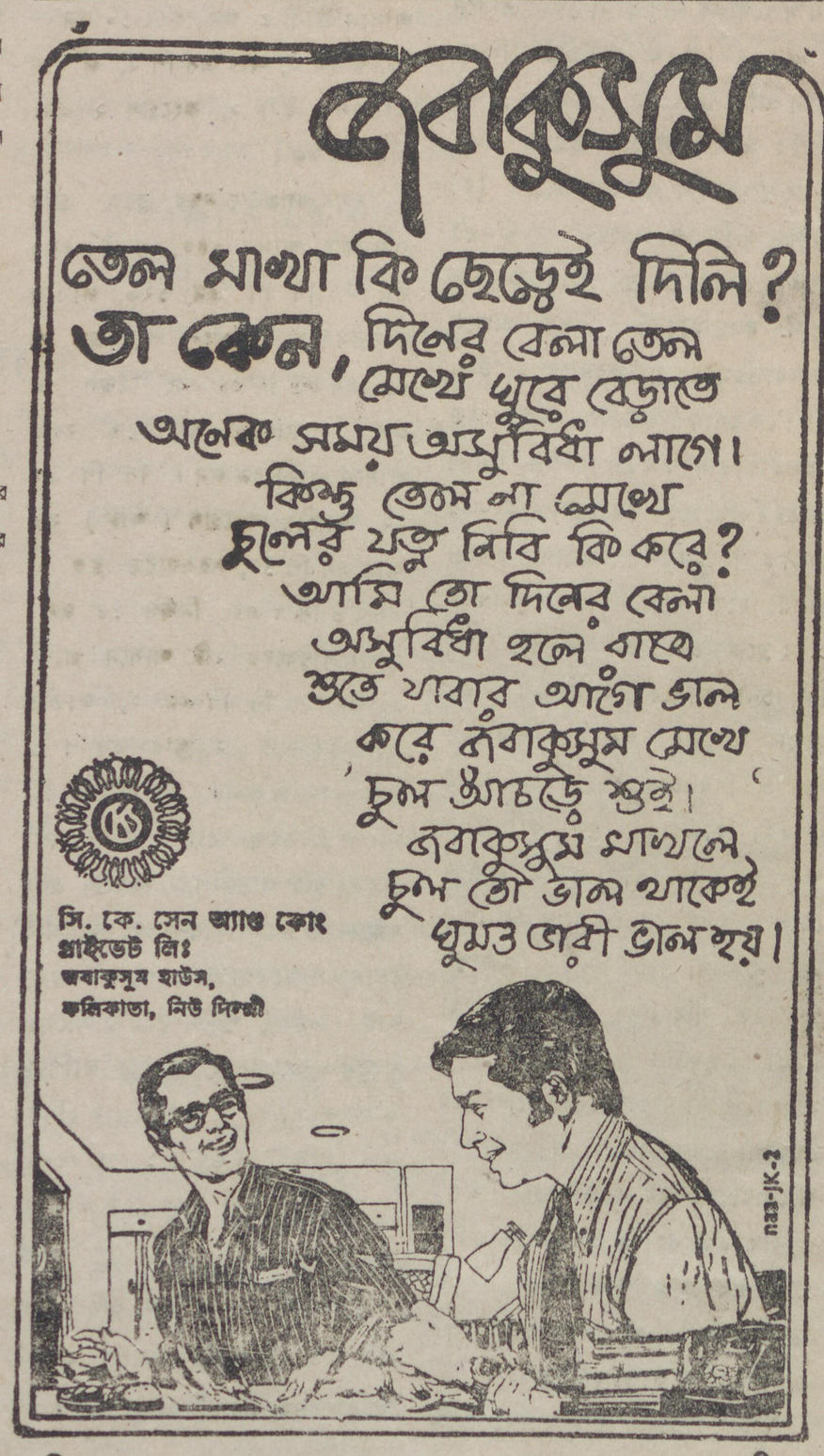

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।